চুয়াডাঙ্গা সীমান্তের ১০৮ কিলোমিটারজুড়ে কড়া সতর্কাবস্থায় বিজিবি

আদালত থেকে জঙ্গি ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনায় সোমবার (২১ নভেম্বর) সকাল থেকে দর্শনা ও দামুড়হুদা সীমান্তের ১০৮ কিলোমিটারজুড়ে বিজিবিকে সর্বোচ্চ সতর্কাবস্থায় রাখা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন ৬ বিজিবির পরিচালক শাহ মোঃইশতিয়াক আহম্মেদ সাংবাদিকদের এ কথা জানিয়েছেন।এর পাশাপাশি দর্শনা আন্তর্জাতিক চেকপোস্ট দিয়ে পাসপোর্টযাত্রী যাতায়াতের বিষয়ে পুলিশের সদর দপ্তর ও এসবি থেকে সর্বোচ্চ সতর্কতার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

দর্শনা ইমিগ্রেশন ইনচার্জ আবু নাইম আহমেদ জানান, আগের দিন ঢাকার একটি আদালত থেকে জঙ্গি ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনায় সোমবার থেকে দর্শনা আন্তর্জাতিক চেকপোস্ট দিয়ে পাসপোর্টযাত্রী যাতায়াতে বেশ কড়াকড়ি নির্দেশনা জারি করেছে পুলিশ সদর দপ্তর। সে মোতাবেক চেকপোস্ট এলাকার বেশকিছু স্থাপনায় দুই জঙ্গির ছবিসহ পোস্টার লাগানো হয়েছে ও জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে করতে কাজ করা হচ্ছে।

চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন ৬ বিজিবির পরিচালক লে. কর্নেল শাহ ইশতিয়াক জানান, জঙ্গিদলের কেউ যাতে সীমান্ত পার হতে না পারে, সে বিষয়ে সীমান্তের ১০৮ কিলোমিটারজুড়ে আমাদের সৈনিকেরা সতর্কাবস্থায় রয়েছে। কড়া নজরদারিসহ টহল জোরদার করা হয়েছে। যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে বিজিবি প্রস্তুত আছে।

দু’দেশের নো ম্যান্স ল্যাল্ডে

মৃত মায়ের মুখ দেখলেন মেয়ে

মায়ের বাড়ি ভারতে হলেও মেয়েকে বিয়ে দিয়েছেন বাংলাদেশে। বিয়ের পর কয়েক বার দেখা হয়েছে মা ও মেয়ের মধ্যে। সেই কবে থেকে মায়ের মুখটা দেখার জন্য, তার মুখের কথা শোনার জন্য, একটু হাতের পরশ পাওয়ার জন্য বারবার মনটা কাঁদতো মেয়ে আমিরা খাতুনের। কিন্তু দেখা হয়নি দীর্ঘদিন। কাটা তারের বেড়া যেনো তাদের সেই ভালবাসায় বাঁধা হয়েছিল। কিন্তু সেই বাঁধা দুর হলো মায়ের মৃত্যুর পর।

মৃত মায়ের মুখটা এক নজর দেখার আবেদন করেছিলেন মুজিবনগর উপজেলার আনন্দবাস গ্রামের উজ্জল শেখের স্ত্রী মোছাঃ আমিরা খাতুন (৪০)।

তার এই মানবিক আবেদনে সাড়া দেন উভয় দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী। ভারতীয় ভূখন্ডে মুত্যুবরণকারী মা ওয়াছন বিবি (৯০) এর লাশ শেষ দর্শনের জন্য মানবিক উদ্যোগ নেয় বিজিবি-বিএসএফ।

শনিবার (১৯ নভেম্বর) বিকালে ৬ ব্যাটালিয়নের অধিনস্থ মুজিবনগরের আনন্দবাস বিওপির সীমান্তের মেইন পিলার ১০১ এর নিকট ভারতের অভ্যন্তরে তার মা ভারতীয় নাগরিক ওয়াছন বিবি (৯০) এর মরদেহ দেখার সুযোগ করে দেন। এসময় মৃতের নিকট আত্মীয় স্বজনরাও উপস্থিতি ছিলেন।

আজ রবিবার (২০ নভেম্বর) বিকালে চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবি) অধিনায়ক শাহ মোঃ ইশতিয়াক, পিএসসি প্রেসনোটের মাধ্যমে এতথ্য নিশ্চিত করেন।

বিজিবির পাঠানো প্রেস নোটে জানা গেছে, ভারতের নদীয় জেলার চাপড়া থানার ভাতগাছি গ্রামের ওয়াছন বিবি (৯০) বার্ধক্যজনিত কারণে মারা যায়। ভারতীয় ভূখন্ডে মুত্যুবরণকারী মাকে শেষ দেখার অনুরোধের প্রেক্ষিতে বিজিবি-বিএসএফ এর সমন্বয়ে মানবিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

তিনি বলেন, উভয় দেশের সীমান্তে শান্তি, সস্প্রীতি এবং সীমান্তরক্ষী বাহিনীর মধ্যে সু-সম্পর্ক উন্নয়নের অংশ হিসেবে বিজিবি-বিএসএফ এর মানবিক কার্যক্রম। এই কার্যক্রমের মাধ্যমে উভয় দেশের সীমান্তে বসবাসরত সীমান্তবর্তী জনগণের মধ্যে সুম্পর্ক উন্নয়ন সাধিত হবে এবং ভবিষ্যতে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রে মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে।

এছাড়াও উভয় সীমান্তে ভ্রাতৃত্ববোধ বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সীমান্ত অপরাধ হ্রাস পাবে বলে আশা করা যায়।

গেদে সীমান্তে বিজিবি – বিএসএফের পতাকা বৈঠক

ভারতীয় নদীয়া জেলার পশ্চিমবঙ্গে গেদেয় সেক্টর পর্যায়ে বিজিবি-বিএসএফের পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শনিবার সকাল ১২ টায় ভারতীয় গেদে বিএসএফ ক্যাম্পে সেক্টর পর্যায়ে দুদেশের মধ্যে ফলপ্রসূ আলোচনা নিয়ে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত বৈঠকে বাংলাদেশের পক্ষে নেতৃত্ব দেন বিজিবি’র কুষ্টিয়া সেক্টর কমান্ডার কর্নেল মহি উদ্দিন মোঃ জাবেদ,চুয়াডাঙ্গা ৬ বিজিবির পরিচালক লেঃ কর্নেল শাহ মোঃ ইশতিয়াক আহম্মেদ,যশোর ৪৯ ব্যাটেলিয়নের ভারপ্রাপ্ত কর্নেল মোঃসেলিম উদদোজা,কুষ্টিয়া সেক্টরের অতিরিক্ত কর্নেল আবু সাইদ,মেহেদী হাসান,ভারতীয় বিএসএফের পক্ষে নেতৃত্ব দেন সেক্টর কমান্ডার শ্রী সন্জয় কুমার,কোম্পানী কমান্ডার শ্রী প্রিতাব শিং,দেশ রাজ শিং,কোম্পানী কমান্ডার শ্রী সন্জয় প্রসাদ,ব্যাটেলিয়ন কমান্ডার সুরেশ কুমার,ভারতীয় ২১ ব্যাটেলিয়নের ভিজয় কুমার।

দুদেশের মধ্যে প্রায় ৫ ঘন্টা এ বৈঠক চলে।দু দেশের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়।সীমান্তে চোরাচালান মানষ হত্যাসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এ রদ্ধধার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

গাংনীতে বিজিবির ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত

গাংনীর কাথুলী সীমান্ত এলকায় দুস্থ অসহায় মানুষকে বিনামুল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান ও ওষুধ বিতরণ করেছে কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়নের ৪৭ বিজিবি।

বৃহস্পতিবার বিকেলে গাংনীর কাথুলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প এর মাধ্যমে এলাকার দেড়শতাধিক বিভিন্ন বয়সের মানুষকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। একই সাথে বিনামুল্যে ওষুধ বিতরণ করা হয়।

কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়নের ৪৭ বিজিবি’র নিজস্ব ব্যবস্থপানায় ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পে চিকিৎসা প্রদান করেন চুয়াডাঙ্গা বর্ডার গার্ড হাসপাতালের চিকিৎসক গাইনোলজিষ্ট মেজর ফারহানা ইয়াসমিন (ডিজিও) এসময় কুষ্টিয়া বিজিবি’র সহকারি প্ররিচালক মতিউর রহমান,কাথুলী বিজিবি ক্যম্পানী কমান্ডার নায়েক সুবেদার সাইফুল ইসলাম, নায়েক ওয়াসিফুর রহমানসহ বিজিবির সদস্যবৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্টিয়া বেটালিয়ন ৪৭ বিজিবি’র সীমান্ত অঞ্চলে ২১ টি বিজিবি ক্যাম্প রয়েছে। উক্ত সীমান্ত এলাকার বিভিন্ন এলাকায় ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প করে চিকিৎসা সেবা অব্যাহত রেখেছেন বিজিবি। বিনামুল্যে চিকিৎসা সেবা ও ওষুধ পেয়ে সন্তোষ্টি প্রকাশ করেছেন সীমান্ত অঞ্চলের উপকারভোগীরা।

গাংনী সীমান্তে ফেনসিডিলসহ ২ যুবক আটক

বিজিবির মাদক ও চোরাচালান বিরোধী অভিযানে ২ বোতল ফেনসিডিলসহ ২ মাদক কারবারীকে আটক করেছে।

আটকরা হলেন, গাংনী উপজেলার চিৎলা গ্রামের মোঃ বদর আলীর ছেলে

মোঃ হাসিব(২৬) গাংনী পৌরসভার বাঁশবাড়িয়া গ্রামের আব্দুল হান্নানের ছেলে আশিকুর রহমান (১৯)।

কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি) তেঁতুলবাড়ী বিওপি’র কমান্ডার হাবিলদার মোঃ অজিয়ার রহমানের নেতৃত্বে বিজিবির একটি টিম অভিযানে অংশ নেন।

ভারতীয় সীমান্তের তেঁতুলবাড়িয়া গ্রামের আন্তর্জাতিক পিলার ১৩৮/১-এস হতে ৮০০ গজ বাংলাদেশের অভ্য̈ন্তরের হাজীপাড়া এলাকার পাকা রাস্তার মোড় নামক ̄স্থান থেকে তাদের দুজনকে আটক করেন।

গতকাল শনিবার (১২ নভেম্বর) বিকালের দিকে তেঁতুলবাড়িয়া গ্রামের হাজীপাড়া এলাকার পাকা রাস্তার মোড় নামক ̄স্থান থেকে তাদের আটক করা হয়।

এসময় তাদের কাছ থেকে ২ বোতল ফেনসিডিল, একটি মোটরসাইকেল, ২ টি মোবাইল ফোন ও ৪ টি সিমকার্ড জব্দ করা হয়েছে।
তেঁতুলবাড়ী বিওপি’র কমান্ডার হাবিলদার মোঃ অজিয়ার রহমান জানান, মাদক পাচার হচ্ছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে সেখানে অভিযান চালিয়ে ওই দুই মাদক কারবারীকে আটক করা হয়েছে।
আটকদের বিরুদ্ধে শনিবার সন্ধ্যায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দিয়ে গাংনী থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

মেহেরপুরে হেরোইনসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুর সীমান্তে বিজিবির অভিযানে ২ গ্রাম হেরোইনসহ বকুল হোসেন (২৫) নামের এক মাদক ব্যবসায়ী আটক হয়েছে।
আটক বকুল হোসেন মেহেরপুর সদর উপজেলার সীমান্তবর্তি ঝাঁঝাঁ গ্রামের আবুল শেখের ছেলে।
আজ শুক্রবার (১১ নভেম্বর) বিকাল ৪ টার দিকে বাজিতপুর বিওপি কমান্ডার হাবিলদার শাহিনের নেতৃত্বে বিজিবির একটি টহল দল গোপন সংবাদে অভিযান চালিয়ে হেরোইনসহ বকুলকে আটক করেন।

বাজিতপুর বিওপি কমান্ডার হাবিলদার শাহিন বলেন, মাদক পাচার হচ্ছে এমন সংবাদের ভিত্ত্বিতে ঝাঁঝাঁ গ্রামে অভিযান চালানো হয়। মাদক ব্যবসায়ী বকুল সেখান দিয়ে যাওয়ার বিজিবি সদস্যরা তাকে চ্যালেঞ্জ করেন। পরে তার শরীর থেকে হেরোইন উদ্ধার হয়।
এঘটনায় বিজিবির পক্ষ থেকে মেহেরপুর সদর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দিয়ে আসামি সোপর্দ করা হয়েছে।

গাঁজাসহ দুই মাদক কারবারীকে আটক করেছে বিজিবি

গাংনীর কাজিপুর সীমান্তের আলমবাজার এলাকায় ৪৭ বর্ডাগার্ড বাংলাদেশ(বিজিবি) কাজিপুর বিওপি অভিযান চালিয়ে মোটরসাইকেল, মোবাইল ফোন ও গাঁজাসহ ২ মাদক কারবারীকে আটক করেছে।

আটকরা হলেন গাংনী উপজেলা শহরের উত্তরপাড়া এলাকার মোজাম্মেল হকের ছেলে বিদ্যুৎ হোসেন (৩২) ও করমদি গ্রামের খোরশেদ আলমের ছেলে বাদল হোসেন (২০)।

তাদের কাছ থেকে একটি মোটরসাইকেল, ২ টি মোবাইল ফোন (৩টি সীমসহ) ১৩০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়। সীমান্ত পিলার ১৪৫/৫ এস হতে ৫ শ গজ দুরে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কাজিপুর আলমবাজার এলাকা থেকে তাদের আটক করে বিজিবি’র টহল দলটি।

রবিবার সন্ধ্যার দিকে কাজিপুর বিওপি’র কমান্ডার হাবিলদার মো: টিপু সুলতানের নেতৃত্বে বিজিবির একটি দল এই অভিযানে অংশ নেন। এঘটনায় মামলা দিয়ে দুজনকে গাংনী থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে বিজিবির অভিযানে ফেনসিডিল ও মদসহ মিন্টু আটক

বর্ডারগার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) বুড়িপোতা বিওপি ক্যাম্পের অভিযানে ফেনসিডিল ও ভারতীয় মদসহ মিন্টু হোসেন (৩৪) নামের এক মাদক কারবারী আটক হয়েছে।
আটক মিন্টু হোসেন মেহেরপুর সদর উপজেলার দক্ষিণ শালিকা গ্রামের কোলপাড়া এলাকার রুস্তুম আলীর ছেলে।
বুড়িপোতা গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাকে ৪ বোতল ফেনসিডিল ও ২ বোতল ভারতীয় মদসহ মিন্টুকে আটক করে বিজিবি।
৬ বর্ডারগার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)’র বুড়িপোতা বিওপি ক্যাম্প কমান্ডার নায়েক সুবেদার তোহিদুজ্জামান বলেন, সোমবার বিকালের দিকে বুড়িপোতা এলাকায় বিজিবির একটি টিম টহল দেওয়ার সময় মিন্টু হোসেনকে আটক করেন। এসময় তার কাছ থেকে ৪ বোতল ফেনিসিডিল ও ২ বোতল ভারতীয় মদ উদ্ধার করা হয়।
মদ ও ফেনসিডিল উদ্ধারের ঘটনায় মেহেরপুর সদর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ১৪(ক)/২৪(ক) ধারায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলা নং ৩৫, তারিখ ৩১/১০/২০২২ ইং
আজ সোমবার (১ নভেম্বর) দুপুরের দিকে মিন্টু হোসেনকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুর সীমান্তে বিজিবির অভিযানে ১২০ কেজি সিসা উদ্ধার

বর্ডারগার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) টহল দলের অভিযানে পরিত্যক্ত অবস্থায় ১২০ কেজি ভারতীয় সিসা উদ্ধার হয়েছে।

আজ শুক্রবার (২৮ অক্টোবর) সকাল ১০ টার দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলার খালপাড়া গ্রামে আন্তর্জাতিক সীমান্ত পিলার ১১৬ এর নিকট হতে ৫০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে একটি বাশবাগানে তল্লাশী অভিযান চালিয়ে পরিত্যক্ত অবস্থায় এই সিসা উদ্ধার করা হয়।

৬ বর্ডারগার্ড (বিজিবি) বুড়িপোতা বিওপি’র নায়েব সুবেদার তৌহিদুজ্জামানের নেতৃত্বে বিজিবির একটি টহল দল খালপাড়া গ্রামের বাঁশ বাগানের মধ্যে খড়কুটা দিয়ে ঢাকা অবস্থায় ৪ টি প্লাস্টিক বস্তার মধ্যে থেকে ১২০ কেজি সিসা উদ্ধার করেন।

চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবি) কর্তৃক ১২০ কেজি বাংলাদেশী সিসা উদ্ধারের ঘটনায় দুপুরের দিকে প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়ে সাংবাদিকদের জানানো হয়েছে।

নায়েব সুবেদার তৌহিদুজ্জামান জানান, ধারণা করা হচ্ছে বাংলাদেশ থেকে চোরাকারবারীরা সিসা গুলো ভারতে পাচারের উদ্যোশ্যে ওই বাঁশবাগানের মধ্যে জড়ো করেছিল। বিজিবির টহল দলকে দেখে সিসাগুলো ফেলে চোরাকারবারিরা পালিয়ে যায়।

চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবি) অধিনায়ক শাহ মোঃ ইশতিয়াক, পিএসসি বলেন, সিসা উদ্ধারের ঘটনায় একটি সাধারণ ডাইরি করা হয়েছে।এছাড়া উদ্ধারকৃত সিসা মেহেরপুর কাষ্টম অফিসে জমা দেওয়া হয়েছে।উদ্ধারকৃত সিসার আনুমানিক মুল্য ২লাখ ৪০ হাজার টাকা।

গাংনী সীমান্তে ৪০ লাখ টাকার ভারতীয় আঁতশবাজি উদ্ধার করেছে বিজিবি

কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি) গাংনী উপজেলার কাজিপুর (বিওপি) সদস্যরা মাদক ও চোরাচালান বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে পরিত্যক্ত অবস্থায় ১৫ হাজার ৯৬০ পিচ ভারতীয় আঁতশবাজি উদ্ধার করেছে।

আজ শুক্রবার (২৩ সেপ্টেম্বর) দুপুরের দিকে গাংনী উপজেলার কাজিপুর সীমান্তের আন্তর্জাতিক পিলার ১৪৬/৩এস এর ৩০০ গজ বাংলাদেশ অভ্যন্তরে এগুলো দেখতে পেয়ে বিজিবি সদস্যরা উদ্ধার করেন।

গাংনী উপজেলার কাজিপুর বিওপি ক্যাম্পের ইনচার্জ সুবেদার মো:

মজিবুল হকের নেতৃত্বে সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে এই আঁতশবাজি উদ্ধার করে।

আতশবাজিগুলোর আনুমানিক মূল্য প্রায় ঊনচল্লিশ লক্ষ নব্বই হাজার টাকা বলে জানানো হয়েছে কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি) সেক্টরের পক্ষ থেকে।

এঘটনায় কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি) কাজিপুর বিওপি ক্যাম্পের পক্ষ থেকে গাংনী থানায় একটি সাধারণ ডাইরি করা হয়েছে।